বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ
Deviant behaviour and crime

ইউনিট ১১

মানুষ সাধারণত সামাজিক অনুশাসন মেনে চললেও মাঝেমধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের জন্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। প্রতিটি সমাজই নির্দিষ্ট একটি সামাজিক শৃঙ্খলা (Social order), রীতিনীতি, আচরণবিধি (Norms) এবং মূল্যবোধ (Values) অনুসরণ করে। কিন্তু সমাজের সব সদস্যই এটি মেনে চলতে পারে না। মাঝে মধ্যে তারা সামাজিকভাবে অপ্রত্যাশিত আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। সাধারণভাবে সমাজের বিধি লঙ্ঘন করে সামাজিক রীতিনীতি বহির্ভূত আচরণকে বিচ্যুত আচরণ বলা হয়। প্রতিটি সমাজেই কমবেশি বিচ্যুত আচরণ হয়ে থাকে। এটি সমাজ কাঠামোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তি সমাজ স্বীকৃত আচরণ না করে গর্হিত আচরণ করে। ফলে সামাজিক সংহতি বিনষ্ট এবং সমাজে বসবাসকারী মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। এ জন্যই সামাজিক রীতিনীতি পরিপন্থী আচরণকে বিচ্যুত আচরণ বলে। যেমন: বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সেবা-যত্ন করা, বড়দের সম্মান করা, মদ্যপান না করা ইত্যাদি আমাদের সামাজিক রীতি ও মূল্যবোধ। এগুলো পালন না করা বিচ্যুত আচরণ। সাধারণত বিচ্যুত আচরণ থেকেই অপরাধের সূচনা হয়। আজ যে কিশোর বিচ্যুত আচরণ করছে, কাল সে অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১১.১: বিচ্যুতিমূলক আচরণ
পাঠ ১১.২: বিচ্যুতিমূলক আচরণ সম্পর্কিত তত্ত্ব
পাঠ ১১.৩: অপরাধ
পাঠ ১১.৪: অপরাধের কারণ ও প্রতিকার
পাঠ ১১.৫: বিচ্যুতি ও অপরাধ: বর্তমান বাংলাদেশ

পাঠ-১১.১ বিচ্যুতিমূলক আচরণ
Deviant behaviour

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিচ্যুতিমূলক আচরণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- বিচ্যুতিমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন;
- বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধরনসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিচ্যুতিমূলক আচরণ।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

বিচ্যুত আচরণ সমাজ ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিটি সমাজে কোনো না কোনো ধরনের বিচ্যুত আচরণ লক্ষ করা যায়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে মানসিক, শারীরিক ও বুদ্ধিগত পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ সাধারণত সামাজিক অনুশাসন মেনে চলে। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থে কিংবা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে মানুষ অনেক সময় অপ্রত্যাশিত বা অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এভাবেই সৃষ্টি হয় বিচ্যুত আচরণ। বিচ্যুত আচরণের জন্য আইনত শাস্তি বিধানের সুযোগ নেই। তবে অনেক সময় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিচ্যুত আচরণই একসময় ব্যক্তিকে বিপথগামী করে তোলে এবং সে অপরাধে লিপ্ত হয়।

বিচ্যুত আচরণের সংজ্ঞা (Definition of Deviant Behaviour)

সাধারণ অর্থে মানুষের যেসব আচরণ সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী, সমাজে অসংগতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাকে বিচ্যুত আচরণ বলে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিচ্যুত আচরণকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন সমাজবিজ্ঞানী J. D. Ross (1972 : 298) বলেছেন, বিচ্যুত আচরণ হচ্ছে ঐ সব আচরণ যেগুলো সামাজিক প্রত্যাশাকে নিশ্চিত করতে পারে না। (Deviant behaviour is that behaviour which does not confirm to social expectation).

B. Bhushan তাঁর '*Dictionary of Sociology* (1989 : 72) গ্রন্থে বলেছেন, বিচ্যুতি প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় এমন আচরণ বুঝাতে যা বিধিনিষেধ বা অন্যের প্রত্যাশাকে লঙ্ঘন করে। এটি অননুমোদিত এবং শাস্তি বিধানের ব্যাপারে আগ্রহী। (The term 'deviance' is used to refer to behaviour which infringe rules or the expectations of others and which attracts disapproval or punishment).

David Dressler এর মতে, বিচ্যুত আচরণকে বুঝতে হলে সামাজিক আদর্শের (Social norms) পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। সামাজিক আদর্শ থেকে নেতিবাচক ও ভিন্নতর আচরণই বিচ্যুত আচরণ। Dressler (1969 : 240)-এর ভাষায়, "Deviant behaviour is the behaviour that deviates..... . Deviant behaviour that varies significantly in direction or degree from the social norm of that behaviour."

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, কোনো ব্যক্তি যখন সামাজিক রীতি-নীতি, আইন-কানুন ও আদর্শানুসারে কাজ করে না, তখন সে ব্যক্তিকে 'বিচ্যুত ব্যক্তি'। সামাজিক রীতি-নীতি বিবেচনায় ঐ বিচ্যুত ব্যক্তির কার্যকলাপ ও আচরণ, অপ্রত্যাশিত ও নৈতিক আদর্শ পরিপন্থী। মাদকাসক্তি, নারীর প্রতি বিরূপ মনোভাব, সমকামিতা, গর্ভপাত, আত্মহত্যা, দুর্নীতি, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি বিচ্যুত আচরণ হিসেবে পরিগণিত।

বিচ্যুত আচরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Deviant Behaviour)

বিচ্যুত আচরণের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:

১। বিচ্যুত আচরণ আচরণবিধি ও মূল্যবোধ পরিপন্থী;
২। বিচ্যুত আচরণ সামাজিকভাবে নিন্দনীয় হলেও আইনগতভাবে দণ্ডনীয় নয়;
৩। আচরণের অস্বাভাবিক রূপ হচ্ছে বিচ্যুত আচরণ;
৪। এটি সমাজের অপ্রত্যাশিত এবং অবাঞ্ছিত;
৫। বিচ্যুত আচরণ ব্যক্তিগত, আদর্শগত এবং সামাজিকভাবে ক্ষতিকর;
৬। বিচ্যুত আচরণ সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে;
৭। বিচ্যুত আচরণ আপেক্ষিক। সময় ও সমাজভেদে এর মাত্রাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
৮। বিচ্যুত আচরণ সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া এবং সামাজিকীকরণের ফল। এটি সামাজিক প্রপঞ্চও বটে। সমাজের বাইরে কোনো বিচ্যুতি নেই।
৯। বিচ্যুত আচরণ সামাজিক কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– শিল্প সমাজে জ্ঞাতিত্ব বা প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক খুব কমই বিকশিত হয়। কিন্তু গ্রামীণ সমাজে কেউ বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে চাইলে তা বিচ্যুত আচরণ বলে গণ্য করা হয়।
১০। বিচ্যুত আচরণ কখনো কখনো সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। চিরায়ত নিয়ম-কানুন ও সামাজিক বিধিনিষেধের বাইরে গিয়ে ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় যেসব বিচ্যুত আচরণ করেছিলেন তা স্বাধীনতা ও সামাজিক সংস্কারকে ত্বরান্বিত করেছিল।

বিচ্যুত আচরণের ধরনসমূহ (Types of Deviant Behaviour)

সমাজে নানা ধরনের বিচ্যুত আচরণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন Edwin Limert তাঁর '*Social Pathology*' গ্রন্থে দু'ধরনের বিচ্যুত আচরণের উল্লেখ করেছেন। যথা:

ক) মুখ্য বিচ্যুত আচরণ (Primary deviance) এবং
খ) গৌণ বিচ্যুত আচরণ (Secondary deviance)।

মৌলিক মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণ প্রদর্শন করলে তা মুখ্য বিচ্যুত আচরণ। যেমন: সংক্ষিপ্ত কাপড়ে মেয়েদের বাইরে চলাফেরা, শ্রেণিকক্ষের মধ্যে ধূমপান করা ইত্যাদি। অন্যদিকে পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণ হচ্ছে গৌণ বিচ্যুতি। যেমন: বড়দের সালাম না দেয়া, জেব্রা ক্রসিং কিংবা ফুটওভারব্রিজ দিয়ে রাস্তা পারাপার না হওয়া, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

বিচ্যুত আচরণের আরো কয়েকটি ধরন সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল :

১। আচরণের বিচ্যুতি (Deviance of behaviour) **:** বিচ্যুতির ধরনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আচরণগত বিচ্যুতি। এ ধরনের বিচ্যুতির ফলেই সমাজের অধিকাংশ অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। জুয়াখেলা, সমকামিতা, পরকীয়া প্রেম, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি আচরণের বিচ্যুতি।

২। অভ্যাসের বিচ্যুতি (Habitual deviance) **:** অভ্যাসগত বিপথগামিতা অনেক সময় সামাজিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাদকাসক্তি, জুয়াখেলা, নারীর প্রতি লোলুপ মনোভাব ব্যক্তিকে বেপরোয়া করে তুলতে পারে।

৩। মনস্তাত্ত্বিক বিচ্যুতি (Psychological deviance)**:** আচরণের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক বিচ্যুতির প্রকাশ ঘটে। অতিরিক্ত আবেগ মানুষকে উদাসীন, স্বার্থপর ও লোভী করে তোলে। ফলে সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

৪। সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি (Cultural deviance) **:** সাংস্কৃতিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের এ ধরনের বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্যুত মানুষের কর্মকাণ্ড সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুতরাং সাংস্কৃতিক বিচ্যুতিও অনেক বিচ্যুত আচরণের বহিঃপ্রকাশ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিচ্যুতিমূলক আচরণের ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিচ্যুতিমূলক আচরণ যেকোনো সমাজের জন্যই নানামুখী সমস্যার কারণ। বিভিন্নভাবে ব্যক্তির মধ্যে বিচ্যুত আচরণ দেখা দিতে পারে। বিচ্যুত আচরণ সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজের কাম্য নয়। মাত্রাতিরিক্ত বিচ্যুত আচরণের ফলে সমাজের পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ যেমন নিশ্চিত হয় না, তেমনি উন্নত, সুষ্ঠু, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থাও বাধাগ্রস্থ হয়। এজন্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সমাজবিরোধী, সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'সামাজিক আদর্শ থেকে নেতিবাচক ও ভিন্নতর আচরণই বিচ্যুত আচরণ' কে বলেছেন?

(ক) J. D. Ross (খ) Edwin Limert

(গ) David Dressler (ঘ) David Repenoe

২। Edwin Limert কয় ধরনের বিচ্যুত আচরণের কথা বলেছেন?

(ক) দুই ধরনের (খ) তিন ধরনের

(গ) চার ধরনের (ঘ) পাঁচ ধরনের

পাঠ-১১.২ বিচ্যুতিমূলক আচরণ সম্পর্কিত তত্ত্ব
Theories on Deviant behaviour

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিচ্যুতিমূলক আচরণের বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যাখা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিচ্যুতিমূলক আচরণের তত্ত্ব, পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা তত্ত্ব ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

ব্যক্তির যেকোনো আচরণের জন্য সমাজই দায়ী। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজ মানুষকে 'সামাজিক' জীবে পরিণত করে। সবাই সমাজ প্রত্যাশিত আচরণ প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়। আবার অসামাজিক, বিপথগামী, অপরাধী, বিচ্যুত আচরণকারীও সমাজের সৃষ্টি। কেননা প্রচলিত সামাজিক বিধিবিধানের পরিপন্থী আচরণ সমাজ থেকেই অর্জিত হয়। অর্থাৎ সমাজের বাইরে থেকে যেমন সামাজিক হওয়া যায় না, তেমনি বিচ্যুত আচরণকারী বা অপরাধী হওয়াও সম্ভব নয়।

বিচ্যুতির তত্ত্ব (Theory of Deviance)

বিচ্যুত আচরণ সামাজিক পটভূমিতেই তৈরি। এ জন্যই বিচ্যুত আচরণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে। বিচ্যুতির প্রধান কয়েকটি তত্ত্ব হচ্ছে :

ক. পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা তত্ত্ব;
খ. মার্কসবাদী তত্ত্ব;
গ) এমিল ডুর্খিমের তত্ত্ব
ঘ) রবার্ট কে. মার্টনের তত্ত্ব

ক) পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা তত্ত্ব (Differential association theory)

প্রখ্যাত অপরাধবিজ্ঞানী সাদারল্যান্ড (Sutherland) বিচ্যুত আচরণ বা অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কে ১৯৩৯ সালে একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর এ ব্যাখাই অপরাধবিজ্ঞানে 'পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা' (Differential association) নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালে তিনি এ তত্ত্বে কিছু সংশোধনী আনেন। অনেকেই এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যাচাই-বাছাই, পর্যালোচনা ও সমালোচনা করে চলেছেন। Differential association-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'মিলনভেদ মতবাদ', 'বৈষম্যমূলক সহযোগিতা', 'বিভিন্নমুখী মেলামেশা' ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান গ্রন্থে Differential association-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা' ব্যবহার করা হয়েছে।

সাদারল্যান্ড তাঁর তত্ত্বের বক্তব্যগুলোকে কতিপয় বিবৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বিবৃতগুলো এমন সব সামাজিক প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে যেগুলোর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অপরাধমূলক আচরণে লিপ্ত হয়। যেমন:

১। বিচ্যুত আচরণ হচ্ছে সামাজিক শিক্ষার ফল বা অর্জিত আচরণ;
২। সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বিচ্যুত আচরণ আয়ত্ত হয়;
৩। মানুষ নিজ দল থেকেই বেশিরভাগ বিচ্যুত আচরণ শিক্ষা করে;
৪। বিচ্যুত আচরণের কৌশল রপ্ত করে;
৫। বিচ্যুত আচরণ প্রদর্শনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে;
৬। বিদ্যমান আইনের অপব্যাখ্যা বিচ্যুত আচরণকে উৎসাহিত করে;
৭। আইন অমান্য করার জন্য ব্যক্তিকে উৎসাহিত করা হয়;
৮। বিচ্যুতি শুধু অনুকরণ নয়, শিক্ষণের বিশেষ কৌশল হিসেবে চিহ্নিত;
৯। বিচ্যুতি হচ্ছে অপরাধমূলক আচরণ;

১০। ঘটমান সংখ্যা এবং এর হার (Frequency): ব্যক্তি বিচ্যুত আচরণকারী এবং সদাচরণকারীর সংস্পর্শে আসার মাত্রা বা হার (Frequency) কম বা বেশি হতে পারে। মেলামেশার হার কোন ধরনের ব্যক্তির সাথে কতটা তা তার আচরণের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। আবার উল্লিখিত দু'ধরনের ব্যক্তিবর্গের সাথে কোনো মানুষ কতটা সময়ব্যাপী (Duration) এবং কতখানি আন্তরিকতার (Intensity) সাথে মেলামেশা করে সেটিও তার আচরণের উপর গভীর রেখাপাত করে।

সমালোচনা (Criticisms): সাদারল্যান্ডের পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা তত্ত্বটির সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম হলেও এটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। অনেকের মতে তত্ত্বটির মূল বিবৃতি বা বক্তব্যসমূহ সুস্পষ্ট নয়। তিনি তাঁর প্রস্তাবনাগুলো এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করা হয় নি। ফলে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট হয়নি। সাদারল্যান্ড তাঁর তত্ত্বে বলেছেন, বিচ্যুত আচরণকারী মানুষের সাথে মেলামেশার ফলেই বিচ্যুত আচরণ বা অপরাধের শিক্ষা পায়। কিন্তু সমাজে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যে অপরাধীর সাথে মেলামেশা সত্ত্বেও অনেকে অপরাধী হয় না, আবার সদাচরণ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মেলামেশা সত্ত্বেও ব্যক্তি বিচ্যুত আচরণকারীতে পরিণত হয়।

খ) মার্কসীয় তত্ত্ব (Marxist Theory)

মার্কসবাদী তত্ত্বে বিচ্যুত আচরণকে মানুষের একটি অন্যতম স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ শ্রেণির তাত্ত্বিকদের মতে এটি ব্যক্তিগত বা সামাজিক ব্যাধির ফল নয়। মানুষের বিচিত্র চরিত্রের একটি বিশেষ বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে বিপথগমন (Deviance)। সামাজিক প্রয়োজনেই বিপথগমনকে অপরাধ (Crime) হিসেবে গণ্য করা হয়। Taylor, Walton এবং Young মনে করেন, বর্তমান সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর কাজই হচ্ছে বিচ্যুত আচরণকে অপরাধরূপে চিহ্নিত করা। তাঁদের মতে, এমন সমাজের চিন্তা করা যেতে পারে যেখানে বিচ্যুত আচরণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কোনো বাস্তব প্রয়োজন নেই। কোনো ক্ষমতা বা শক্তিই বিচ্যুত আচরণকে 'অপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করবে না। এ ধরনের নতুন সমাজের চিন্তা-চেতনাই উল্লিখিত লেখকত্রয়কে মার্কসবাদী তত্ত্বে আগ্রহী করে তোলে। নব্য-মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অপরাধকে স্বাভাবিক লোকের স্বাভাবিক কর্ম বলে বিবেচনা করা হয়। এদের অপরাধীকরণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই বললেই চলে। বিপথগমনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানবীয় আচরণের কিছু দিককে সামাজিক প্রয়োজনে অপরাধমূলক বলে আখ্যা দেয়া হয়। তাঁদের মতে, অপরাধ এবং নিরাপরাধ উভয় ধরনের আচরণই স্বাভাবিক। মানুষের কিছু আচরণকে অপরাধীকরণ প্রক্রিয়ায় অপরাধমূলক বলে আখ্যা দেয়াও স্বাভাবিক।

গ) এমিল ডুর্খেইমের তত্ত্ব (Emile Durkheim's theory)

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম সরাসরি বিচ্যুতিমূলক আচরণ সম্পর্কে তত্ত্ব প্রদান করেননি। তিনি তাঁর The Division of Labour গ্রন্থে যৌথ প্রতিরূপ (Collective conscience) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যৌথ প্রতিরূপের মূল বক্তব্য হচ্ছে, ব্যক্তি সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় বিধান দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এসব বাহনের প্রতি সমাজের অধিকাংশ মানুষ শ্রদ্ধাশীল থাকে। মানুষের এ সমষ্টিগত মনোভাবকে যৌথ প্রতিরূপ বলে। অর্থাৎ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অভিন্ন বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণ হচ্ছে ওই সমাজের যৌথ প্রতিরূপ বা সমষ্টিগত চেতনা। সমষ্টিগত চেতনার লংঘন হচ্ছে বিচ্যুতি। যৌথ প্রতিরূপের প্রাতিষ্ঠানিক, বাস্তব ও দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত হচ্ছে আইন। কেউ আইন লংঘন করলে সে মূলত যৌথ চেতনার লংঘন করে। ফলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু যৌথ চেতনার যেসব রীতিনীতি কেবল সামাজিকভাবে প্রয়োগ করা হয় সেগুলোর লংঘন হচ্ছে বিচ্যুতি। কাউকে গালি দেয়া অপরাধ নয়, বিচ্যুত আচরণ। কিন্তু গণপরিবহনে ধূমপান একটা সময় পর্যন্ত বিচ্যুতিমূলক আচরণ ছিলো। এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন হওয়ার ফলে এখন এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। একই কথা বলা যায় বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রেও। ডুর্খেইমের মতে, সামাজিক সংহতি (Social solidarity) ও সমষ্টিগত চেতনার (Collective conscience) মাধ্যমে নৈরাজ্য এবং বিচ্যুতিমূলক আচরণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ঘ) রবার্ট কে. মার্টনের তত্ত্ব (R.K Marton's theory)

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট কে. মার্টন তাঁর Social Theory and Scial Structure (1949) গ্রন্থে অপরাধমূলক আচরণের তত্ত্ব প্রকাশ করেন। সামাজিক কাঠামোর ভেতর থেকেই অপরাধমূলক আচরণের উদ্ভব হয়। কোনো কোনো সামাজিক কাঠামো নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে চিরায়ত (Conforming) আচরণের পরিবর্তে ভিন্নতর কোনো আচরণে (Non-conforming conduct) উদ্বুদ্ধ করে। মার্টনের মতে, অপরাধমূলক আচরণের মূলে জৈবিক কারণ নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো অধিকতর ক্রিয়াশীল। সমাজে সাফল্য, অর্থবিত্ত, ক্ষমতা ও মর্যাদা অর্জন হচ্ছে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য। এগুলো অর্জনে

প্রাতিষ্ঠানিক উপায় প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হলে নৈরাজ্য দেখা দেয়। মার্টন বিষটিকে নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

ক) সামঞ্জস্য (Conformity): কোনো সমাজে সাংস্কৃতিক লক্ষ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলে ওই সমাজে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। ফলে সমাজে নৈরাজ্য এবং অপরাধ প্রবণতা কম থাকে।

খ) উদ্ভাবন (Innovation): প্রাতিষ্ঠানিক উপায়কে অস্বীকার করে ব্যাক্তি স্বীকৃত সাংস্কৃতিক লক্ষ্যকে বিকল্প উপায়ে অর্জনে তৎপর হয়। বিকল্প বা উদ্ভাবনী উপায় হিসেবে ব্যক্তি বিচ্যুত আচরণ করতে পারে।

গ) প্রথানিষ্ঠতা (Ritualism): লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক উপায় বা নিয়ম-কানুনকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কোনোভাবেই নিয়মের বাইরে যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়। প্রথানিষ্ঠতা বিচ্যুত আাপচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ) পশ্চাদপসারণ (Retreatism): লক্ষ্য অর্জনের প্রচণ্ড চাপ থাকে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে বৈধভাবে তা সম্ভব হয় না। তখন ব্যক্তি লক্ষ্য অর্জনে বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং সমাজে বিচ্যুত আচরণ বৃদ্ধি পায়।

ঙ) বিদ্রোহ (Rebellion): কোনো সমাজ কাঠামোয় যদি স্বীকৃত লক্ষ্য অর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক উপায় কার্যকর না থাকে তখন ব্যক্তি বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্রোহের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এর ফলে সমাজে নৈরাজ্য দেখা দেয়। নৈরাজ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী সমাজে বিচ্যুত আচরণের মাত্রাও কম-বেশি হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	'পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা' তত্ত্বটির সারাংশ লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজ গঠনের শুরু থেকেই সমাজে বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধ-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সমাজ যত জটিল (Complex) হচ্ছে বিচ্যুত আচরণের শ্রেণি, বৈশিষ্ট্য এবং স্বরূপেও তত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিচ্যুত আচরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অপরাধবিজ্ঞানে অসংখ্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলো এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামাজিক পরিমণ্ডলেই অপরাধীকরণ হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজই কিছু মানুষকে অপরাধী করে তোলে। বলা যায়, সমাজের প্রয়োজনে আইন ও বিধিনিষেধের ভিত্তিতে মানুষের কিছু আচরণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা' তত্ত্ব কে প্রদান করেছেন?
(ক) সাদারল্যান্ড (খ) কার্ল মার্কস
(গ) এমিল ডুর্খিম (ঘ) আর.কে মার্টন

২। মার্কসবাদে বিচ্যুত আচরণ হচ্ছে মানুষের:
(ক) সামাজিক আচরণ (খ) স্বাভাবিক আচরণ
(গ) অথনৈতিক প্রতিযোগিতার ফল (ঘ) সামাজিক কাঠামোর প্রভাব

৩। 'সমষ্টিগত চেতনার লংঘন হচ্ছে বিচ্যুতি' কে বলেছেন?
(ক) সাদারল্যান্ড (খ) কার্ল মার্কস
(গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) আর.কে মার্টন

৪। আর.কে মার্টন কয়টি উপাদানের মাধ্যমে বিচ্যুতিমূলক আচরণ ব্যাখ্যা করেছেন?
(ক) তিনটি (খ) চারটি
(গ) পাঁচটি (ঘ) ছয়টি

পাঠ-১১.৩ অপরাধ
Crime

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অপরাধ কী তা বলতে পারবেন;
- অপরাধের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখতে পারবেন এবং
- অপরাধের ধরনসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অপরাধ।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

বিচ্যুত আচরণ সমাজ ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিটি সমাজে কোনো না কোনো ধরনের বিচ্যুত আচরণ লক্ষ করা যায়। বিচ্যুত আচরণ থেকেই অপরাধের সূচনা হয়। সাধারণ অর্থে সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ কিংবা রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করলে তাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অপরাধ সব সমাজে এক এবং অভিন্ন না-ও হতে পারে। যেমন: পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক, একত্রে বসবাস, সমকামিতা ইত্যাদি আইনত বৈধ এবং সামাজিকভাবে এটি নয়। কিন্তু বাংলাদেশে এটি রীতিমত নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ। রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিকভাবে এটি গ্রহণযোগ্য বা সমর্থনযোগ্য নয়। বস্তুত অপরাধের সাথে সমাজ ও সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে

অপরাধের সংজ্ঞা (Definition of Crime)

অপরাধের সংজ্ঞায় B. Bhushan (1989 : 51) বলেছেন, অপরাধ বলতে বুঝায় গোষ্ঠীগত রীতিনীতির পরিপন্থী কোনো আচার-আচরণ। এসব আচরণ প্রতিষ্ঠিত কোনো গোষ্ঠী কিংবা তাদের আইন কর্তৃক অনুমোদিত নয়। এটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য কষ্টদায়ক সমাজবিরোধী আচরণ। (Crime refers to any behaviour contrary to the groups of moral codes for which there are formalized group sanctions whether they are laws or not. It is anti-social behaviour harmful to individuals or groups).

সাধারণত অপরাধের দু'টি দিক রয়েছে। (ক) সামাজিক– অর্থাৎ সমাজের বিধিবহির্ভূত কাজকে অপরাধ বলা হয় এবং (খ) আইনগত– এটি রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থী আচরণ। অর্থাৎ রাষ্ট্র বা আইন কর্তৃক অননুমোদিত কাজ হচ্ছে অপরাধ।

গিলিন ও গিলিন তাঁদের '*Cultural Sociology*' গ্রন্থে বলেছেন, জৈবিক দিক থেকে অপরাধের ধারণা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মধ্যে নিহিত। সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিকশিত ব্যক্তিত্বের পার্থক্য অপরাধের সূচনা করে। তাঁদের মতে, সমাজের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকদের বিশ্বাস মতে যারা ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত, সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী তারাই অপরাধী বা কিশোর অপরাধী বলে বিবেচিত। (Sociologically either a criminal or a juvenile delinquent is one who is guilty of an act believed by a group that has a power to enforce its belief to injurious to society and therefore prohibitive).

আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকেও অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। যেমন সাদারল্যান্ড (E. H. Sutherland) তাঁর *Principles of Criminology (1955)* গ্রন্থে বলেছেন, আইন লঙ্ঘনই অপরাধ। যেখানে কোনো আইন নেই সেখানে কোনো অপরাধও থাকে না। যখন কোনো আইন পাস করে বলবৎ করা হয়, পূর্বে যে কর্ম অপরাধমূলক ছিল না, এক্ষণে তা অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। (Crime is a violation of law. If there were no laws there would be no crime. Whenever a law is passed and enforced acts that were not crime, previously are made crimes.)

বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানী ফজলুর রশীদ খান (F. R. Khan) অপরাধের সংজ্ঞায় আইনগত ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর '*Principles of Sociology*' গ্রন্থে বলেছেন, সাধারণভাবে বলতে গেলে একথা স্পষ্ট যে কোনো সমাজে লোকদের যেসব আচরণ নৈতিকতাবিরোধী ও সমাজবিরোধী সেগুলো অপরাধমূলক কর্ম বলে বর্ণনা

করাই সর্বাপেক্ষা সহজতম পন্থা। আইন যেসব কর্মকে নিষিদ্ধ করে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণও সেসব কর্মকে সমাজের জন্য বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বলে মনে করে। এটি স্বতঃসিদ্ধ।

বস্তুত অপরাধ হচ্ছে এমন আচরণ বা কৃতকর্ম যা সমাজে আপত্তিকর এবং আইন ও রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ। অপরাধ সমাজে নিন্দনীয় এবং আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত। সমাজে এক ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে, অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে। এসব অপরাধ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধী শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে। এটি মূলত দুর্নীতি বা ভদ্রবেশী অপরাধ (White colour crimes)। কর ফাঁকি দেয়া, ঘুষ নেয়া, তহবিল তছরূপ করা ইত্যাদি এ শ্রেণির অপরাধ।

অপরাধের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Crime)

অপরাধ সামাজিক আচরণবিধি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী একটি প্রত্যয়। এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:

১। মানুষের সামাজিক আচরণের একটি অস্বাভাবিক রূপ হচ্ছে অপরাধ।
২। এটি সামাজিক, ব্যক্তিগত এবং আদর্শগতভাবে ক্ষতিকর।
৩। অপরাধ মূলত আপেক্ষিক; সময় ও সমাজভেদে এর রূপ ও মাত্রাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
৪। সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি হচ্ছে অপরাধ।
৫। অপরাধ সমাজ কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন—শিল্প সমাজের অপরাধপ্রবণতা কৃষি সমাজ অপেক্ষা ভিন্নতর।
৬। অপরাধ সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া এবং সামাজিকীকরণের ফল।
৭। অপরাধ আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য।
৮। বয়স অনুযায়ী অপরাধের মাত্রা ও গুরুত্ব নিরূপণ করা হয়।
৯। অপরাধ নিন্দনীয় এবং বর্জনীয়।
১০। অনেক সময় মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কোনো কোনো মানুষ অপরাধে লিপ্ত হয়। যেমন: ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা সূর্য সেন প্রমুখ মহান স্বাধীনতার আদর্শে নিবেদিত হয়ে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।
১১। অপরাধ সমাজের অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য বিষয়। এরিকসন (T. Erikson) বলেছেন, সন্ন্যাসীদের সমাজে বসবাসকারী সদস্যদের মধ্যেও অপরাধ প্রবণতা বিদ্যমান। ডুর্খেইম অপরাধকে সামাজিক দিক থেকে স্বাভাবিক কার্যকলাপ এবং সুস্থ সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য উস্কানি, শর্তভঙ্গ, উন্মুক্ত অপরাধ সংঘটন ইত্যাদি সমাজের ক্ষতি সাধন করে। মাদকাসক্তি, ডাকাতি, আত্মহত্যা ইত্যাদি ব্যক্তিগত এবং বেশ্যাবৃত্তি, সমকামিতা, গর্ভপাত প্রভৃতি কোনো কোনো রক্ষণশীল সমাজের আদর্শগত ক্ষতি সাধন করে থাকে।

অপরাধের ধরনসমূহ (Types of Crime)

সমাজে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়। সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীরা পাঁচ ধরনের অপরাধের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

ক) কিশোর অপরাধ (Juvenile delinquency)
খ) আত্মবিনাশ অপরাধ (Self-destroyed crime)
গ) ভদ্রবেশী অপরাধ (White-collar crime)
ঘ) সংগঠিত অপরাধ (Organized crime)
ঙ) ফৌজদারি অপরাধ (Criminal crime)

ক) কিশোর অপরাধ: কিশোর-কিশোরী দ্বারা সংঘটিত অপরাধ হচ্ছে কিশোর অপরাধ। ১৮ বছরের কম বয়সী কোনো ছেলে কিংবা মেয়ে দ্বারা সংঘটিত অপরাধকে কিশোর অপরাধ বলে অভিহিত করা হয়।

খ) আত্মবিনাশ অপরাধ: কিছু অপরাধ আছে যা অন্যের নয়, অপরাধীরই ক্ষতিসাধন করে। অর্থাৎ এ ধরনের অপরাধে ব্যক্তি নিজেই নিজের বিনাশ ত্বরান্বিত করে। মাদকাসক্তি, ধূমপান, জুয়াখেলা, পতিতাবৃত্তি, ইত্যাদি আত্মবিনাশ অপরাধ।

গ) ভদ্রবেশী অপরাধ: সাধারণত 'ভদ্রলোকেরা' যে অপরাধ করে তাকে ভদ্রবেশী অপরাধ বলে। শিক্ষিত, পেশাজীবী এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গই এ ধরনের অপরাধের সাথে বেশি যুক্ত থাকেন। দায়িত্বে অবহেলা, কাজে ফাঁকি, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, আয়কর ফাঁকি, জালিয়াতি, প্রতারণা, তহবিল তছরূপ, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, ট্রেডমার্ক বা বইয়ের পাণ্ডুলিপি

চুরি বা নকল করা ইত্যাদি ভদ্রবেশী অপরাধ বলে পরিগণিত।

ঘ) সংগঠিত অপরাধঃ সংগঠিত অপরাধ হচ্ছে দলগত অপরাধ। 'চেইন অব কমান্ড' অনুসরণ করে 'সিন্ডিকেট' পদ্ধতিতে বেশকিছু মানুষ সমন্বিতভাবে এ ধরনের অপরাধ সংঘটন করে। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মাফিয়াচক্র, সন্ত্রাসীগোষ্ঠী সংগঠিত অপরাধে যুক্ত থাকে। চোরাচালান, মাদক ব্যবসা, নারী ও মানব পাচার, জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি অপরাধ দলগতভাবে সংঘটিত অপরাধ। বিভিন্ন সরকারী সেবা যেমন ভিসা-পাসপোর্ট, স্বাস্থ্যসেবা, ভূমি অফিস বিভিন্ন ক্ষেত্রেও 'সিন্ডিকেট'ভিত্তিক অপরাধ পরিলক্ষিত হয়।

ঙ) ফৌজদারি অপরাধঃ ফোজদারী অপরাধ সরাসরি আইনের লংঘন এবং শাস্তিযোগ্য। এতে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপক্ষ বা অন্য ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সম্পত্তি হরণ কিংবা কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীকে আক্রমণের মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়। সম্পত্তি আত্মসাৎ, জবরদখল, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন-জখম, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, রাহাজানি ইত্যাদি ফৌজদারি অপরাধ।

শিক্ষার্থীর কাজ	অপরাধের ধরন এবং বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন। সময় : ১০ মিনিট

সারসংক্ষেপ

উত্তর-আধুনিক সমাজের বিচ্যুত আচরণ হচ্ছে অপরাধ। আইন, প্রথা, নিয়ম-কানুন, বিধিনিষেধ ইত্যাদি সমাজ ও মানুষের শান্তি-শৃঙ্খলা ও কল্যাণ বিবেচনায় কোনো কোনো আচরণকে অপরাধ বলে গণ্য করে। অপরাধ প্রায়শ শাস্তিযোগ্য ও দণ্ডনীয়। মানুষ সমাজ থেকেই অপরাধ রপ্ত করে। সামাজিকীকরণ যেমন মানুষকে যৌক্তিক ও নীতিপরায়ণ করে তোলে তেমনি পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কিছু মানুষ অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠে। কিশোর অপরাধ, ফৌজদারি অপরাধ, ভদ্রবেশী অপরাধসহ সমাজে নানা ধরনের অপরাধ পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Crime is a violation of law' কে বলেছেন?

(ক) E. H. Sutherland (খ) Edwin Limert

(গ) David Dressler (ঘ) David Repenoe

২। ঘুষ নেয়া, দুর্নীতি, দায়িত্বে অবহেলা কী ধরনের অপরাধ?

(ক) আত্মবিনাশ অপরাধ (খ) ভদ্রবেশী অপরাধ

(গ) ফৌজদারি অপরাধ (ঘ) কোনোটিই নয়

পাঠ-১১.৪ অপরাধের কারণ ও প্রতিকার
Causes and remedies of Crime

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অপরাধের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- অপরাধ প্রতিকারের ব্যবস্থা ব্যাখা করতে পারবেন এবং

মুখ্য শব্দ	অপরাধের কারণ, অপরাধ প্রতিকার।

অপরাধের কারণসমূহ (Causes of Crime)

আমরা জানি, কেউ অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সমাজই তাকে অপরাধী করে গড়ে তোলে। তবে কোনো মানুষ কেনো অপরাধী হয়ে উঠে সে সম্পর্কে মনীষীরা নানা ব্যাখ্যা, মতামত এবং তত্ত্ব প্রদান করেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন:

১) লমব্রোসো'র জৈবিক মতবাদ: অপরাধ বিজ্ঞানী লমব্রোসো (Lombroso) মনে করেন ত্রুটিপূর্ণ বা অস্বাভাবিক শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ অপরাধ প্রবণ হয়। তাঁর মতে, শারীরিক গড়নে ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা অপরাধের অন্যতম কারণ। অপরাধীদের শারীরিক গঠন পর্যালোচনা করে লমব্রোসো বলেছেন, মুখমণ্ডল, চোয়াল, চোখ, কান, নাক, ঠোঁট, বাহু, থুতনি কিংবা দাঁতের গড়নসহ পাঁচ বা ততোধিক দৈহিক ত্রুটি থাকলে মানুষ অপরাধী হয়ে উঠে। তবে সমাজবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীদের অনেকে লমব্রোসোর এ মতবাদের সমালোচনা করেছেন।

২) ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ: প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড (Freud) অপরাধের কারণ বিশ্লেষণে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, মানুষ বাঁচার তাগিদে অপরাধে লিপ্ত হয়। অনিবার্য জীবন প্রবৃত্তি (Life instinct) মানুষকে প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দেয়। আবার মানুষের মরণ প্রবৃত্তি (Death instinct) তাকে ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক কাজে উৎসাহ যোগায়। ফ্রয়েডের মতে মানুষ মূলত অদস বা আদি প্রবৃত্তি (Id) অহম (Ego) এবং বিবেক বা অধিসত্তা (Super ego) দ্বারা পরিচালিত হয়। এ তিনটির মধ্যে আদি প্রবৃত্তি বেশি শক্তিশালী হলে মানুষ ভালো-মন্দের বিচার না করে নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা চরিতার্থ করতে অপরাধ করতে দ্বিধা করে না। অন্যদিকে বিবেক বা অধিসত্তা বেশি শক্তিশালী হলে মানুষ যৌক্তিকতা ও নৈতিকতার চর্চা করে।

৩) মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ: কার্ল মার্কসের (Karl Marx) মতে, পুঁজিবাদী সমাজে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে অপরাধ সংঘটিত হয়। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, শোষণ, বঞ্চনা মানুষকে অপরাধী হতে বাধ্য করে। আবার অধিক মুনাফার লোভে পুঁজিপতিরা করফাঁকি, প্রতারণা, বঞ্চনার মত অপরাধ করে থাকে। ফলে পুঁজিবাদী সমাজে মালিক-শ্রমিক উভয় শ্রেণি অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠে।

৪) অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ: সমাজবিজ্ঞানী টার্ডের (Tarde) মতে, অনুকরণ প্রবণতাই অপরাধের মূল কারণ। পূর্বসূরি, খেলার সাথী অর্থাৎ গোষ্ঠী সদস্যদের আচরণ থেকেই অপরাধ অন্যদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। গিলিন ও গিলিন বলেছেন, পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া ব্যতীত কারো পক্ষে অপরাধী হয়ে উঠা খুব সহজ নয়। সমাজবিজ্ঞানী মার্টন (Robert K. Merton) এর মতে, প্রতিটি সমাজে কিছু স্বীকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

উপর্যুক্ত তাত্ত্বিক কারণগুলো ছাড়াও আরো অনেক কারণে মানুষ অপরাধমূলক কাজ বা আচরণ করতে পারে। যেমন:

১) ভৌগোলিক পরিবেশ: সমাজ জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মরু এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষ বদমেজাজি এবং নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। গহীন অরণ্য, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দুর্গম এলাকা অপরাধের স্বর্গরাজ্য। কেননা এখানে কার্যকরভাবে প্রশাসনিক তৎপরতা চালানো সম্ভব নয়। আবার চরাঞ্চলে দস্যুতা, দাঙ্গা, রক্তপাত নিত্যদিনের ঘটনা।

সুতরাং ভৌগোলিক প্রভাবে অপরাধপ্রবণতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

২) পারিবারিক কারণঃ পিতা-মাতার মধ্যে কলহ, অশান্তি, দূরত্ব, পৃথক আবাসন, তালাক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট পরিবারের (Broken family) ছেলে-মেয়েদেরকে অপরাধী করে তুলতে পারে। স্নেহ-ভালোবাসার অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, নিঃসঙ্গতা, হতাশা কিংবা পিতা-মাতার উগ্রতা-উশৃঙ্খলতা সন্তানদেরকে অপরাধ জগতে ঠেলে দেয়। পিতা-মাতা, বড়ভাই বা নিকটাত্মীয়দের কেউ অপরাধ জগতের সাথে যুক্ত থাকলে তাদের প্রভাবে অনেকে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে।

৩) ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণঃ পরিবার ছাড়াও স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠ তথা বন্ধুবান্ধবের প্রভাবে অনেক সময় মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অপরাধে লিপ্ত হয়। কোনো শান্ত প্রকৃতির ছেলে যদি উচ্ছৃঙ্খল বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেলা-মেশা করে তবে তার নৈতিকতায় পরিবর্তন আসতে বাধ্য। অপরাধপ্রবণ পরিবেশ এবং ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণের ফলেই অনেকে অপরাধী হয়ে উঠে।

৪) সুস্থ বিনোদনের অভাবঃ মানুষ খেলাধুলা এবং হাসি-আনন্দে থাকলে তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ সুন্দর ও স্বাভাবিক গতিতে সম্পন্ন হয়। নানা কারণে খেলার মাঠসহ সুস্থ বিনোদন ক্ষেত্রকে ক্রমশ দুর্লভ করে তুলছে। অন্যদিকে টেলিভিশন, সিনেমা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফেসবুক, গেমস ছেলে-মেয়েদেরকে খেলার মাঠ বিমুখ করে তুলছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের অশ্লীল, সহিংস ও কুরুচিপূর্ণ বিনোদন তরুণদেরকে যৌনতা, ভায়োলেন্স, হিংস্রতাসহ নানা অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

৫) গণমাধ্যমের প্রভাবঃ পাশ্চাত্য সমাজে কিশোর অপরাধীদের একটি বড় অংশ টিভি–সিনেমার ভায়োলেন্স দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপরাধে লিপ্ত হয়। খুন-ধর্ষণ, চাঁদাবাজী, মাস্তানি ইত্যাদি খবর গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করার ফলে অন্যরা এর থেকে উৎসাহিত হয়। সিনেমায় অশ্লীল দৃশ্য দেখে অনেকে যৌন অপরাধ, খুন-খারাবি দেখে সন্ত্রাস করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

৬) বিচারালয় ও জেলখানার ত্রুটিঃ অপরাধীদের শাস্তিবিধান ও অবস্থানের বাহন হচ্ছে বিচারালয় ও জেলখানা। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা, আইনের মারপ্যাচ, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে অনেক সময় অপরাধী যেমন শাস্তি থেকে রেহাই পায়, আবার নিরপরাধ ব্যক্তির শাস্তি প্রাপ্তির মত ঘটনাও ঘটে। প্রমাণ ও যথাযথ কার্যক্রমের অভাবে কুখ্যাত সন্ত্রাসীরা জামিনে মুক্তি পায় এবং অপরাধ কার্যক্রমে দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পৃক্ত হয়। জেলখানায় আত্মশুদ্ধির পরিবর্তে

৭) রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশ্রয়ঃ চাঁদাবাজী, মাস্তানি, ছিনতাইসহ যে কোনা অপরাধের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্র-ছায়ায় তাদের কু-কর্ম সম্পন্ন করে। চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, অপহরণ, মুক্তিপণ ইত্যাদি বিষয়ের সাথে যুক্ত প্রায় সবাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও এর অঙ্গসংগঠনের সদস্য। শীর্ষ সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ বা অন্য কোনো অপরাধীদের উত্থানে রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা এক অনিবার্য বাস্তবতা।

অপরাধ প্রতিকারের উপায়সমূহ (Ways of Prevent Crime)

অপরাধ প্রবণতা প্রতিকারের ক্ষেত্রে প্রধান কয়েকটি উপায় হচ্ছে:

ক) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

খ) সংশোধনমূলক ব্যবস্থা

গ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:

ঘ. সচেতনতামূলক ব্যবস্থা।

ক. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাঃ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রধানত কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১। পরিকল্পিত সুখী পরিবার গঠন। পরিবারকেই বিনোদন, আস্থা ও নিরাপত্তার মূল কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
২। পারিবারিক অশান্তি, দ্বন্দ্ব-কলহ পরিহার করা, একসাথে আনন্দ-বেদনা ভাগাভাগি করা, বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে সন্তানাদিসহ পরিবারকে সময় দেয়া।
৩। শিশু-কিশোরদের লালন-পালন এবং মননশীলতা বিকাশে সমাজে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।
৪। সুস্থ ও গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।
৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আনন্দময় পরিবেশে উৎপাদনমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করা।
৬। আইন-শৃঙ্খলা ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
৭। সবাইকে মানবিক ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা।
৮। আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা।

খ. সংশোধনমূলক ব্যবস্থাঃ অপরাধ প্রতিকারের উপায় হিসেবে কিশোর অপরাধীদের সংশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিশোর

অপরাধ সংশোধনে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ অধিকতর কার্যকর বলে মনীষীরা মনে করেন।

১। কিশোর আদালত: কিশোর অপরাধীর প্রতি আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিশোর আদালত পরিচালিত হয়। প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে কিশোর অপরাধীকে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করা হয়।

২। কিশোর হাজত: দাগী অপরাধীদের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে ধৃত কিশোর অপরাধীদেরকে কিশোর হাজতে রাখা হয়। কিশোর হাজতও সংশোধনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে তোলা হয়।

৩। সংশোধনী প্রতিষ্ঠান : কিশোর অপরাধীদের উপার্জনক্ষম ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে সংশোধনী প্রতিষ্ঠান। সংশোধনী বা উন্নয়ন কেন্দ্রে অপরাধী কিশোরদের নিয়মিত শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে সক্ষম করে তোলা হয়।

গ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা: শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মূলত বয়স্ক অপরাধীদের জন্য প্রযোজ্য। প্রমাণিত হলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে পেনাল কোডের ধারা মোতাবেক শাস্তি নিশ্চিত করাই আইনের শাসন। এতে অপরাধী নিজে যেমন নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি সমাজের সাধারণ মানুষও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে। আমাদের দেশ বা সমাজে নানা ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দেখা যায়। যেমন: ১) সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাস, ২) নির্দিষ্ট মেয়াদে কারাদণ্ড, ৩) জরিমানা বা অর্থদণ্ড, ৪ পেশাগত শাস্তি এবং ৫) সামাজিক শাস্তি।

ঘ. সচেতনতামূলক ব্যবস্থা: অপরাধ প্রতিকারের জন্য সচেতনতামূলক ব্যবস্থা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। যেমন: সামাজিক আন্দোলন, অপরাধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দান থেকে বিরত থাকা, দুর্নীতি রোধ এবং আইনের শাসন নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে অপরাধের বিরুদ্ধে সচেনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	অপরাধের ৫টি কারণ এবং প্রতিকারের ৫টি উপায় লিখুন। সময় : ১০ মিনিট

সারসংক্ষেপ

সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, অপরাধমুক্ত কোনো সমাজ নেই। সব সময় সব সমাজে কম-বেশি অপরাধ ছিলো, থাকবে। যে সমাজ যতখানি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে সমাজ ততখানি শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অপরাধের জৈবিক মতবাদ কে দিয়েছেন?

(ক) E. H. Sutherland (খ) Lombroso

(গ) Freud (ঘ) David Repenoe

২। অপরাধ সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতবাদ হচ্ছে–

(ক) জৈবিক মতবাদ (খ) সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ

(গ) মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ (ঘ) কোনোটিই নয়

৩। অপরাধ প্রতিকারের প্রধান উপায় কয়টি?

(ক) দু'টি (খ) তিনটি

(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

পাঠ-১১.৫ বিচ্যুতি ও অপরাধঃ সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

Devience and Crime: Recent Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিচ্যুতি ও অপরাধের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে বিচ্যুতি, নৈতিকতার সাথে গণমধ্যামের সম্পর্ক ব্যাখা ব্যাখা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিচ্যুতি, অপরাধ, নৈতিকতা ও গণমাধ্যম।

বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধের পার্থক্য (Difference between Deviance and Crime)

অপরাধের সাথে বিচ্যুত আচরণের কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বিচ্যুতি বা বিচ্যুত আচরণ হচ্ছে অপরাধের প্রাথমিক স্তর। নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধন না হলে বিচ্যুত আচরণকারী ক্রমশ অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠে। এখানে বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধের কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

ক্রম	বিচ্যুত আচরণ	অপরাধ
০১	সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও প্রথা বিরোধী কাজ বা আচরণ।	প্রচলিত আইন বিরোধী কাজ বা আচরণ।
০২	আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য নয়।	আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য।
০৩	বিচ্যুত আচরণের জন্য অনেক সময় তিরস্কারসহ সামাজিক শাস্তি প্রদান করা হয়।	অপরাধের জন্য সামাজিক শাস্তি নয়, আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
০৪	বিচ্যুত আচরণ নিয়ন্ত্রণে পরিবার এবং সমাজের ভূমিকাই যথেষ্ট।	অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ভূমিকা অধিকতর কার্যকর। তবে সামাজিক আন্দোলন এবং সচেতনতাও প্রয়োজন
০৫	অপরাধের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে বিচ্যুতি।	বিচ্যুতির চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে অপরাধ।
০৬	বিচ্যুতি সামাজিক শৃঙ্খলাকে দুর্বল করে ।	অপরাধ রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাকে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্থ করে।
০৭	বিচ্যুত আচরণের নির্ধারক হচ্ছে পরিবার, গোষ্ঠী বা সমাজ।	অপরাধের নির্ধারক হচ্ছে আইন, সরকার বা রাষ্ট্র।
০৮	বিচ্যুতি প্রায়শ অলিখিত এবং যুগ যুগ ধরে প্রচলিত।	অপরাধ লিখিত, কোনটি অপরাধ এবং তার জন্য শাস্তি কী হবে তা লিখিতভাবে জারি করা হয়।
০৯	বিচ্যুত আচরণকারীকে থানা-পুলিশ, আইন-আদালত মোকাবিলা করতে হয় না।	অপরাধীকে থানা-পুলিশ, আইন-আদালত মোকাবিলা করতে হয়।
১০	সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে বিচ্যুত আচরণে পার্থক্য দেখা যায়। একসমাজে যা বিচ্যুতি, অন্য সমাজে তা বিচ্যুতি না ও হতে পারে।	অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব সমাজ ও সংস্কৃতিতে অপরাধের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য থাকে না। হত্যা, ধর্ষণ, চুরি সর্বত্রই অপরাধ হিসেবে গণ্য। তবে দেশভেদে শাস্তির পার্থক্য রয়েছে। একই অপরাধে কোনো দেশ অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে আবার কোনো কোনো দেশ নির্দিষ্ট মেয়াদে কারাদণ্ড দিতে পারে।

বিচ্যুতি, নৈতিকতা ও গণমাধ্যমঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থায় গতিশীল পরিবর্তন সর্বজন স্বীকৃত। শিল্পায়ন, দ্রুত নগরায়ন, শিক্ষার সম্প্রসারণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ প্রভৃতি সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পরিবর্তনের দৃশ্যমান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এদের একটি বড় অংশ চিরায়ত মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

নয়। আধুনিক শিক্ষা তাদেরকে অনেকবেশি স্বাধীনচেতা করে তুলছে। আবার নৈতিক শিক্ষার অভাবে অনেক তরুণ দুর্বিনীত মনোভাবের অধিকারী হয়ে উঠছে। পারিবারিক ও প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিও এদের উৎকট উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের প্রতি অশোভন দৃষ্টিভঙ্গি, গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। পারিবারিক কাজে ছেলে-মেয়েরা পূর্বের ন্যায় বাবা-মাকে সাহায্য করে না। অধিকাংশ পরিবারে সন্তানরা বাবা-মায়ের সমস্যা বা সীমাবদ্ধতার প্রতি সমব্যাথী বা সহানুভূতিশীল নয়।

ত্রুটিপূর্ণ, গোঁড়া এবং অপূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় শিক্ষা তরুণদের একটি ক্ষুদ্র অংশকে জঙ্গি ও মৌলবাদী ভাবধারায় গড়ে তুলছে। মুক্ত গণমাধ্যম, হাতের নাগালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তরুণ প্রজন্মকে ক্ষেত্রবিশেষে বিপথে ঠেলে দিচ্ছে। এখন তরুণ-তরুণী অনেকের হাতে স্মার্ট ফোন। টুইটার, ফেসবুক, ইউটিউব, গুগলে সার্চ দিলেই মুহূর্তে সবকিছুর দেখা মেলে। সবাই এগুলোর সদ্ব্যবহার করছে না। বিনোদনের নামে অশ্লীলতা, পর্ণোগ্রাফি, সন্ত্রাস-সহিংসতায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। ইয়াবাসহ মাদকের সহজলভ্যতা কিছু শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত এবং নিরক্ষর তরুণদের সর্বনাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সামগ্রিকভাবে তরুণ প্রজন্মের নৈতিকতায় বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কিছু কিছু তরুণ এখন বাবা-মা, পরিবার, শিক্ষক ও গুরুজনদের অবাধ্য। বন্ধুদের সাথে 'স্ট্যাটাস' রক্ষা কিংবা মাদকের নেশায় তারা অনেক সময় বেপরোয়া আচরণ করে। ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা, পরিবারকে না জানিয়ে নিজের পছন্দে বিয়ে করা এমনকি বিবাহপূর্ব কিংবা বিবাহ বহির্ভুত যৌনাচারের প্রবণতাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো বাংলাদেশের সমাজে বিচ্যুত আচরণ। নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং নৈতিকতার অবক্ষয়ে বাংলাদেশের সমাজে বিচ্যুত আচরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সুস্থ-স্বাভাবিক মূল্যবোধের অভাবে জঙ্গি ও মৌলবাদে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি সমাজে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। ধর্মের নামে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চিরায়ত সংস্কৃতির পরিপন্থী। ধর্মের মর্মবাণী আত্মস্থ করা, নৈতিক শিক্ষার চর্চা, অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতির লালন, অপসংস্কৃতি পরিহার, পারিবারিক সংহতি ও মূল্যবোধ ধারণ বিচ্যুত আচরণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিচ্যুত আচরণের সাথে গণমাধ্যমের সম্পর্ক চিহ্নিত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। বিচ্যুতির জন্য আইনগতভাবে শাস্তির বিধান নেই। অন্যদিকে অপরাধ হচ্ছে আইনের লঙ্ঘন এবং শাস্তিযোগ্য। মূল্যবোধের অবক্ষয় বিচ্যুতি এবং অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। মাদকাসক্তি, নারীর প্রতি সহিংসতা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, ঘুষ-দুর্নীতি ইত্যাদির মূলে রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, ধর্ম ও নৈতিকতার চর্চা বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধের কার্যকর প্রতিষেধক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বিচ্যুত আচরণের মূলে রয়েছে–
(ক) শিক্ষার অভাব (খ) মূল্যবোধের অবক্ষয়
(গ) নৈতিক শিক্ষার অভাব (ঘ) 'খ' এবং 'গ' উভয়

২। নিচের কোন মাধ্যমটি তরুণদেরকে বিচ্যুত আচরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?
(ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (খ) গণমাধ্যম
(গ) অপসংস্কৃতি (ঘ) সবগুলো

৩। বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর–
(ক) উচ্চশিক্ষা (খ) নৈতিক শিক্ষা
(গ) অর্থনৈতিক উন্নতি (ঘ) সচেতনতা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. Principles of Criminology (1955) কার রচিত গ্রন্থ?
ক) গিলিন ও গিলিন খ) ই.এইচ সাদার‍্যলান্ড গ) এডউইন লিম্বার্ট ঘ) ডেভিড রেপিনো

২. অপরাধ বিশ্লেষণে অদস, অহম ও অধিসত্তার ব্যাখ্যা কে প্রদান করেছেন?
ক) ই.এইচ সাদার‍্যলান্ড খ) লম্বোরোসো গ) এডউইন লিম্বার্ট ঘ) সিগমুন্ড ফ্রয়েড

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩. Edwin Limert'র মতে বিচ্যুতি আচরণ-
i. মুখ্য বিচ্যুতি
ii. গৌণ বিচ্যুতি
iii. মনস্তাত্ত্বিক বিচ্যুতি
সঠিক উত্তর কোনটি?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ

মারুফ এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। কলেজে যাতায়াতের জন্য ব্যবসায়ী বাবা মারুফকে একটি মোটর সাইকেল কিনে দিয়েছেন। কলেজ শেষে মারুষ একদিন বাড়ি ফিরছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে রাস্তার উপর সে পাড়ার বেশকিছু মুরুব্বিকে দেখতে পেল। রাস্তার দু'দিকে বসে তারা কোনো বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। কাছাকাছি এসে মারুষ মোটর সাইকেলের গতি এবং শব্দ আরো বাড়িয়ে দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। শব্দ, ধোঁয়া-ধুলো এবং বেপরোয়া গতি সবাইকে বিরক্ত এবং আতঙ্কিত করল। একজন মুরুব্বি বলেই ফেললেন, 'ছেলেটি কে, তার বাবার নাম কী? এ পাড়ার ছেলে তো এতো বেয়াদব হবার কথা নয়'। ওখানে মারুফের বাবাও ছিলেন। তিনি লজ্জায় মুখ নিচু করলেন।

(ক) মারুফের অপ্রত্যাশিত আচরণকে কী বলে? ১
(খ) বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধরনগুলো কি কি? ২
(গ) মানুষ কেন বিচ্যুতিমূলক আচরণ প্রদর্শন করে? ৩
(ঘ) বিচ্যুতিমূলক আচরণ প্রতিরোধে আপনার সুপারিশ তুলে ধরুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১	ঃ	১। গ	২। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২	ঃ	১। ক	২। খ	৩। গ	৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩	ঃ	১। ক	২। খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪	ঃ	১। খ	২। গ	৩। গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫	ঃ	১। ঘ	২। ঘ	৩। খ	
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। খ	২। ঘ	৩। ক	